কনফেশন

# ভুল নাকি পাপ!

মানুষের জীবনে কিছু ভুল একটা পর্যায়ে এসে পাপে পরিণত হয়। অথচ যখন করা হয় তখন বিষয়টা বেশ ছোটখাটো ভুল হিসেবেই দেখা হয়। পরে সুদে-আসলে বেড়ে গিয়ে পাহাড় সমান হয়ে পড়ে। আর এর ফল যদি ভয়াবহ হয়, তবে সেটা পাপ ছাড়া আর কী! আমার জীবনের একটা ঘটনা ঠিক এভাবেই পাপে পরিণত হয়েছে, যা ওই সময় ছিল আমার ভুল।

আমি সাধারণ একটা ইউনিভার্সিটি কলেজে অনার্স পড়ছিলাম। ছাত্রী মাঝারিমাপের হওয়ায় বাবার তেমন ইচ্ছাও ছিল না কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ানোর। তাই বাবার ইচ্ছাতেই ভর্তি হয়ে গেলাম স্থানীয় কলেজে। সব ঠিকই চলছিল। অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটে গেল। ফুর্তি করি, পড়ালেখাও করি। তবে কম কম। দল বেঁধে চাইনিজ খাওয়া, ঘুরতে যাওয়া যত বেশি হয় তার চেয়ে পড়ালেখা হয়

অনেক কম। আমাদের গ্রুপটাই ছিল এমন। এছাড়া আরো একটা গ্রুপ ছিল, তারা শুধু পড়ালেখাই বুঝত অন্যকিছুই না। ওই গ্রুপে সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটি, যার বাবাও ছিল বেশ ধনী ব্যক্তি। সে-ই ছিল সবচেয়ে ভালো ছাত্রী। তার কাছ থেকে অনেক নোট, রেফারেন্স বই এমনকি অ্যাসাইনমেন্টও করিয়ে নিয়েছি। মেয়েটা খুব মিশুক আর সাদাসিধা ভালোমানুষ ছিল। সুন্দরী হওয়ায় স্যাররাও ওকে সুনজরে দেখত। তার ওপরে ভালো ছাত্রী। সে সবসময় সবার মনোযোগ পেত। ক্লাসের মোটামুটি সব ছেলেই তার সঙ্গে একটুখানি কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকত। আমার একটু হিংসে যে হতো না সেটা বললে আজ ভুল বলা হবে। তবে ওই হিংসেটা অবশ্য আমাকে দিয়ে ওই পাপটি করিয়ে নেয়নি।

যা-ই হোক, দেখতে দেখতে সময় চলে যাচ্ছিল। চার বছরে ফাইনাল পরীক্ষার ধাপে এসে পৌঁছলাম। ফাইনাল পরীক্ষা চলে আসার কিছুদিন আগেই বুঝতে পারলাম আমার প্রিপারেশনে বিরাট গলদ আছে। এবং এ গলদ যে-সে গলদ না, একেবারে গাড্ডায় ফেলে দেয়ার মতোই, অর্থাৎ ফেল করার মতো অবস্থা আমার। আমি দিশাহারা হয়ে পড়লাম। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করলাম, খুব স্বাভাবিক আমার গ্রুপের বন্ধুরা, তাদের অবস্থা আমারই মতো। তাদের ভাষায়, আমার চেয়েও খারাপ অবস্থা। দুষ্টচক্র মিলে গেলে যা হয়! বুদ্ধিও বেরিয়ে গেল একজনের মাথা থেকে। আমরা নকল করব। একেকজন একেকটা লিখে নেব কাগজে। তারপর সেটা ডিস্ট্রিবিউট হবে নিজেদের মধ্যে। একেকজন একেকটা লিখলেও, কেউ যদি চায় তবে বেশিও নিতে পারে। বলাই বাহুল্য সুন্দরী ভালো ছাত্রীটি এসবে বাধা দিল। বোঝালো আমাদের, এটা অন্যায়। আমরাইবা বুঝব কেন? আমাদের প্রিপারেশন ভালো না, ফেল করার আশঙ্কাই বেশি। সে পড়ালেখা করেছে, সে আমাদের অবস্থা বুঝবে কেন? তাই ঠিক হলো ওকে জানানোই হবে না। আমরা আমাদের মতো পেপার ভাগ করে লিখে নেব। তারপর পরীক্ষার হলে নিজেদের মধ্যে কপিগুলো ঘুরবে। অর্থাৎ হাতবদল হবে।

যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু হলো। প্রথম পেপার সবারই ভালো হলো। অল্পস্বল্প যা পড়ালেখা করেছিলাম তাই দিয়ে মোটামুটি হয়ে গেল নকল করতে হলো না। দ্বিতীয় পত্রের সময়ও টুকটাক কপি করে সামলে নিলাম সবাই। তাছাড়া ইউনিভার্সিটি কলেজ হওয়ায় একটু ঢিলেঢালাই চলছিল পরীক্ষা। ফোর্থ পেপারে ছিল চরম ঘাপলা, আর সেদিনই ঘটল অঘটন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পর্যবেক্ষক দল এসে হাজির হলো। সেদিন আমাদের সবারই প্রিপারেশন খারাপ। তাই নকলের প্রিপারেশন ছিল সবচেয়ে বেশি। সম্পূর্ণ ভরসা বলা যায় নকলের ওপরেই। পরীক্ষা শুরু হলো। ভিজিল্যান্স টিম আধাঘণ্টার মধ্যেই চলে এলো হলে। আমাদের অবস্থা দেখার মতো হলো। পুরোপুরি নাকাল, চোরের মতো বের করি আবার ঢুকাই। সবারই একই অবস্থা। ছেলেরা মোটামুটি চালিয়ে নিচ্ছে। আমার অভিজ্ঞতা কম হওয়ায় আমি কিছুতেই সামলে নিতে পারছি না। অবশেষে যা হওয়ার তাই হলো। হাতের মধ্যে লুকিয়ে বেশ বড় একটা প্রশ্নের উত্তর আনমনে লিখেই যাচ্ছি। হঠাৎ মনে হলো কেউ আমাকে দেখছে। মাথা উঠিয়ে দেখলাম। চোখে পড়ল টিমের সবচেয়ে কম বয়সী সদস্য আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার আমার দিকে তাকানো দেখে বুঝলাম যে কোনো মুহূর্তে আমার দিকে আসতে পারেন। তার চোখে সন্দেহ। আমি তীব্র ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেলাম। হাতের কাগজগুলো মুঠো পাকিয়ে উপায়ান্তর না দেখে দিলাম ঢিল। ঢিল গিয়ে পড়ল আমাদের সুন্দরী মেধাবীর পায়ের কাছে। সে খেয়ালই করল না। পরিদর্শক আমার কাছে পৌঁছতে যে দেরি করলেন, সে সুযোগে আমি আরো কটি নকলের কপি জামার ভেতর থেকে বের করে ঢিল দিলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রতিটি ঢিল গিয়ে ওর কাছেই পড়ল, পায়ের কাছে।

পরিদর্শক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যথারীতি উত্তর দিলাম আমার কাছে কিচ্ছু নেই। মহিলা টিচার শরীরে চেক করলেন নাছোড়বান্দা ইনভিজিলেটরের কথা মেনে। লজ্জায় মনে হচ্ছিল মাটির সঙ্গে মিশে যাই। নিজের লজ্জা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সুন্দরী সহপাঠীর কথা ভুলেই গেলাম। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। সে সব নকলসহ ধরা পড়ল। তাকে বহিষ্কার করা হলো। সে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল হল থেকে। যাওয়ার আগে আমার দিকে একবার তাকাল। আমার মনে হলো যেন ওই দৃষ্টিতে একটা অবাক করা ভাব।

এখনো ওই দৃষ্টি মনে হলে আমি ছটফট করে উঠি। মনে হয় কিছু একটা কাউকে বলি কিংবা কিছু একটা করি। ও আর পরীক্ষা কখনই দেয়নি। শুনেছি ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এর পরপরই। আমি আজকে একটা সরকারি চাকরি করি। কিন্তু আমার মনে হয় আমার গ্লানি আমার পিছু ছাড়বে না। এ এক ভয়ানক পাপের বোঝা মনে হচ্ছে টেনে বেড়াচ্ছি আমি। কোনো মুক্তি নেই আমার।

**ফারহানা, চট্টগ্রাম**